ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ মেয়েকে নিয়ে যা বললেন ঐশ্বরিয়া

পৃঃ ৫

ধোনিকে ধরে রাখার ▶▶ পথ সহজ হলো চেন্নাইয়ের

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭৩ ● কলকাতা ● ১৯ আশ্বিন, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০৬ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ধর্ষণ-খুনে রণক্ষেত্র জয়নগর, বিধায়ককে মার-সাংসদকে জুতো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রণক্ষেত্র জয়নগর। শনিবার সকালে অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে গিয়ে প্রহৃত হন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। দুপুরে দিকে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে যান সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তাঁকেও শুনতে হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। দেখানো হয় জুতোও। বারাইপুরের পুলিশ প্রশাসনের একাংশ কাছে প্রাণ হানির আশঙ্কা আছে এমন খবর থাকলেও পুলিশ সুপার নিরাপত্তা কোন গুরুত্ব দেয় না। এমনই বহু ঘটনায় সুপারের অফিসের কাছে মানুষ লিখিত জানিয়ে রেখেছেন, তারপরেও নিষ্ক্রিয় রয়েছে পুলিশ। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শাসক দলের নেতাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন পুলিশ প্রশাসন। দিনের পর দিন বহু ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের কোন হেলদোল থাকে না, সাংবাদিক ও কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের প্রাণহানির আশঙ্কা রয়েছে খবর প্রশাসনের কাছে আছে।, তারপরে তাকে নিরাপত্তা দেয়া হয় না। শুধু এখানে শেষ নয় তার ওপরে নানান অত্যাচার হচ্ছে প্রশাসনকে জানিও নির্বাক আছে প্রশাসন। প্রশাসনের একাংশ তার এই এলাকায় থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং জমি জায়গা থেকে উচ্ছেদ করে দেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তবে উচচ

এরপর ৩ পাতায়

খুনের কথা কবুল করলেও ধর্ষণের অভিযোগ মানতে চায়নি জয়নগরের অভিযুক্ত, দাবি জেলা পুলিশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : খুন করেছে বলে স্বীকার করলেও ধর্ষণের অভিযোগ মানতে নারাজ জয়নগরে শিশু হত্যায় অভিযুক্ত। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি জানান, খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে অভিযুক্ত।এসপি আরও জানান, পুলিশের কেউ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছিলেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন পুলিশ ক্যাম্পে আগুন ধরানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হবে। তবে ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেননি ধৃত যুবক। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার রাতে জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় একটি জলাভূমি থেকে ন'বছরের একটি শিশুর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে চতুর্থ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে তেতে ওঠে এলাকা। ঘটনা ঘিরে শনিবার সকাল থেকে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় জয়নগর থানা এলাকার মহিষমারি পুলিশ ফাঁড়ি এলাকা।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে স্থানীয় ফাঁড়িতেও হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে। ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এমকী পুলিশকে ঝাঁটাপেটাও করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন বলে খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে র‍্যাফ নামানো হয়। লাঠিচার্জও করে পুলিশ। জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। তবে পুলিশের

এরপর ৩ পাতায়

পুজোর আগে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্ণা কর্মসূচির অনুমতি লালবাজারের তরফ থেকে পাওয়া গেল না

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : পুজোর মুখে ব্যস্ত ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্ণা কর্মসূচির অনুমোদন দিলো না কলকাতা পুলিশ। লাল বাজারের তরফ থেকে এক বার্তায় এমন কথাই বলা হয়েছে।

শুক্রবার রাত থেকে মেট্রো চ্যানেলে সামনে ধননায় বসেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।, আরজি কর হাসপাতালে মৃত মহিলা চিকিৎসকের বিচারের দাবিতে হাসপাতাল গুলিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন চলছে। শুক্রবার রাতে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধর্ণা কর্মসূচির জন্য জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে কলকাতা পুলিশের কাছে মেইল করে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। সেই মেইলের জবাব শনিবার

এরপর ৩ পাতায়

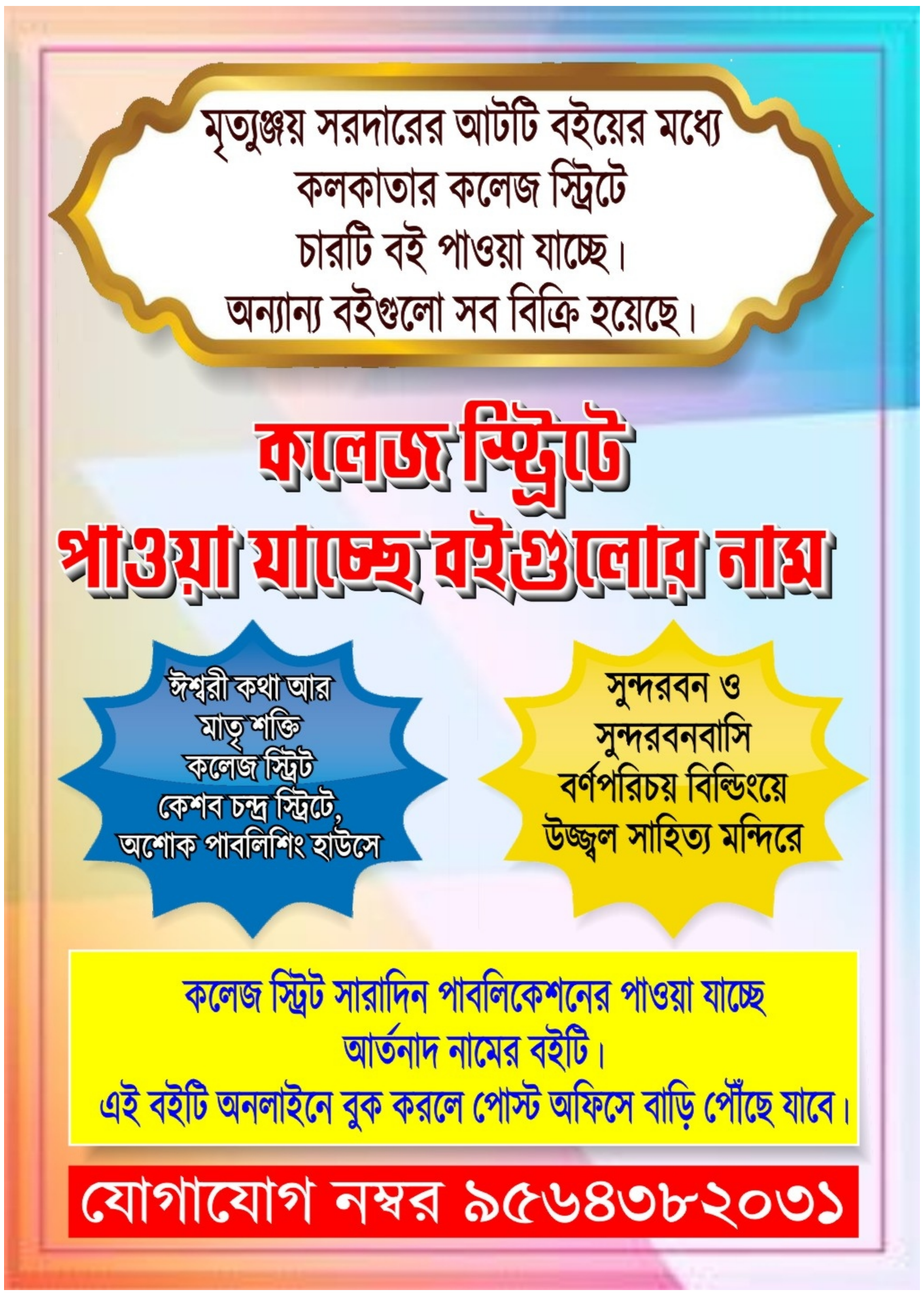

খাটো করেন অপরাধকে, পরপর ধর্ষণকাণ্ডের দায় মুখ্যমন্ত্রীর: বিকাশ ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বারবার চেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীই। একের পর ধর্ষণে অপরাধকে খাটো করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে ধারাবাহিক ধর্ষণের দায়ও তাঁর।শনিবার জয়নগরে নাবালিকার ধর্ষণ খুনের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন আইনজীবী এবং সিপিআই(এম) সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য। জয়নগরের মহিষমারিতেও জনতার ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে পুলিশের ওপর। শুক্রবার রাতে নাবালিকা বাড়ি না ফেরায় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতেই গিয়েছিল পরিবার। তাঁদের অন্য থানায় পাঠানো হয়। অসহায় অবস্থায় এক থানা থেকে অন্য থানায় ঘুরতে হয় তাঁদের। এরপরই নাবালিকার দেহের খোঁজ পাওয়া যায়। পুলিশ তৎপর হলে, নাবালিকার মৃত্যু ঠেকানো যেত বলে মনে করছেন অনেকেই। যে কারণে ক্ষোভও তীব্র হয়েছে পুলিশের ওপর। ভট্টাচার্য বলেছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষকদের সঙ্গে শাসকদলের স্থানীয় নেতা কর্মীদের যোগাযোগ থাকে। স্বভাবতঃই স্থানীয় স্তরের পুলিশের মধ্যেও ধর্ষকদের প্রতি দুর্বলতা জন্ম নেয়। ধর্ষণের অভিযোগকে তাঁরা গুরুত্ব দেন না। ফলতঃ জনরোষের শিকার হতে হচ্ছে পুলিশকে। পুলিশ কর্মীদেরও ভাবার সময় এসেছে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য কর্তব্য ঠিক করার।" নিহত নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবার এবং গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়কও। অভিযোগ, তিনি মুখ বন্ধ রাখার জন্য হুমকি দিতে এসেছিলেন। জনতার তাড়ায় এলাকা ছাড়তে হয় তাঁকে।তিনি বলেছেন, "একের পর এক ধর্ষণ হচ্ছে রাজ্যে।পশ্চিমবঙ্গের এই রকম ধারাবাহিক ধর্ষণকাণ্ডের সামগ্রিক দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর।" ভট্টাচার্য বলেছেন, "বারবার দেখা গিয়েছে ধর্ষণের প্রতিটি ঘটনাকেই ছোট ঘটনা বা দুর্ঘটনা বলে টাকার বিনিময়ে সমাধান করতে চেয়েছেন। আসলে ধর্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়েছেন তিনি।" আর জি কর হাসপাতালে ধর্ষণ খুনের ঘটনার পরও টাকা দিয়ে পরিবারকে মুখ বন্ধ রাখতে চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পরিবার অভিযোগ জানায় যে ডিসি নর্থ পরিবারকে সেই প্রস্তাব দেয়। মুখ্যমন্ত্রীকে অন্য এক অনুষ্ঠানে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথা বলতেও শোনা গিয়েছে। প্রমাণ লোপাটে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুলিশের সক্রিয়তা প্রতিবাদের কেন্দ্রে রয়েছে। আর জি কর কাণ্ডকে শুক্রবার 'দুর্ঘটনা' বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু হতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর!

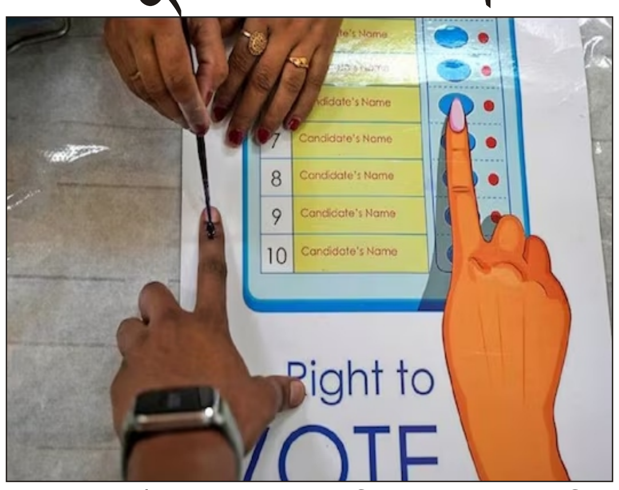

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে প্রথম বার জম্মু ও কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হল বিধানসভা নির্বাচন। প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছিল ৬৩.৪৫ শতাংশ। ৯০টি আসন বিশিষ্ট এই বিধানসভার ফল বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী ত্রিশঙ্কু হতে পারে। যদিও কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও সর্বোচ্চ আসন পেতে পারে উমর আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স।প্রসঙ্গত, জম্মু এবং কাশ্মীর বিধানসভায় ৯০টি আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছিল উধমপুরে ৭৬.০৯ শতাংশ। ২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের অবলুপ্তি ঘটায় কেন্দ্রীয় সরকার, তারপরেই বিশেষ ক্ষমতা হারিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয় জম্মু ও কাশ্মীর। সেই জম্মু ও কাশ্মীরে এটাই প্রথম নির্বাচন ইন্ডিয়া টুডে-সিভোটারের জনমত সমীক্ষায় ইঙ্গিত ৯০টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৮টি আসন পেতে পারে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস। পাশাপাশি ২৭ থেকে ৩২টি আসন পেতে পারে বিজেপি। অন্য দিকে, মেহবুবা মুফতির পিডিপি পেতে পারে ৬ থেকে ১২টি আসন। অন্যান্য দলগুলি পেতে পারে ৬ থেকে ১১টি আসন। ভাস্কর রিপোর্টার্স পোল অনুযায়ী, জম্মু এবং কাশ্মীরে ৩৫ থেকে ৪০টি আসন ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস। ২০ থেকে ২৫টি আসন পেতে পারে বিজেপি। পাশাপাশি পিডিপি পেতে পারে মাত্র ৪ থেকে ৭টি আসন। অন্যান্য দলগুলি পেতে পারে ১২ থেকে ১৮টি আসন।

উত্তরাখণ্ডে বরযাত্রী বোঝাই বাস খাদে পড়ে গিয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : উত্তরাখণ্ডে বরযাত্রী বোঝাই বাস খাদে পড়ে অন্তত পক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে আহত অনেক। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ উত্তরাখণ্ডের পৌরি জেলায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসটি হরিদ্বারের লালধাং থেকে পৌরির বিরন খাল গ্রামে বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল বাসটি। কনের বাড়ি থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি ২০০ ফুট গভীর একটা খাদে গড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই বাসটিতে তখন ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি খাদে পড়ে যাবার পর যাত্রীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে স্থানীয়রা ছুটে আছেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে এসডিআরএফ এবং স্থানীয় থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। সকলের সহযোগিতায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চলছে। ঘটনাস্থলেই ২৫-৩০ জন যাত্রী প্রাণ হারান আর আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন উত্তরাখণ্ড বিধানসভার স্পিকার ঋতু খানদুরি। ঘটনাস্থলে স্পিকার আসা মাত্রই স্পিকারকে ঘিরে গ্রামবাসীরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে দুই পরিবারের মধ্যে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ। হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে প্রশাসন আশঙ্কা করছে।

কাটোয়া কষি গ্রামে সাপের কামড়ে শিক্ষকের অবহেলার জন্য ছাত্রর মৃত্যুতে শিক্ষক ও জনগণকে সচেতন

সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার কষি গ্রামে সাপের কামড়ে স্কুল ছাত্রর মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। জানা যায় ১১ বছরের স্কুল ছাত্রটি মাঠে খেলছিল সাপে কামড়ানোর পর সঙ্গে সঙ্গেই স্কুলের শিক্ষককে জানায়। স্কুল শিক্ষক তাকে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে সামান্য কিছু ঔষুধ লাগিয়ে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকের এই অজ্ঞতা ও সচেতনের অভাবে ছাত্রটির সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে অবহেলা করার জন্য স্কুল ছাত্রটি মারা যায়। মা বাবার কোল শূন্য হয়ে হয় শুধুমাত্র শিক্ষকের অজ্ঞানতা ও সচেতন না হওয়ার জন্য। থানায় ডাইরি করার পর শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করছে। এই খবর সংবাদমাধ্যমে দেখেই শনিবার কাটোয়ার কষি গ্রামে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত,নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল পূর্ব বর্ধমান শহর থেকে ছুটে যান। তিনি বাউল গানে ও বক্তব্যে বলেন সাপে কামড়ালে কেউ একসেকেন্ডও দেরি করবে না, সেই জায়গায় কিছুটা উপরে শক্ত করে বাঁধন দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিষের এন্টি সিরাম ইনজেকসেন দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষে বিষক্ষয় হয়ে রুগী বেঁচে যায়। স্বপন বাউল বক্তব্যে বলেন এখনো এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কুসংস্কার কুপ্রথা সব ভুলতে হবে , ওঝা ডেকে কেউ ঝাড়ফুক করবে না, কলার ভেলায় নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে সাপে কাটা রুগী কখনোই বাঁচে না । এসব কুসংস্কার ভুলে সাপে কামড়ালে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। কষি গ্রামের স্কুলের শিক্ষক সত্যিকারের সচেতন মানুষ নয় তাই স্কুল চলা কালীন তার ছাত্রকে সাপে কামড়েছে জেনেও ছাত্রকে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা না করিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক দেরি হয়ে যাওয়ায় জন্য গায়ে বিষ ছড়িয়ে পড়ায় ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে। দায়িত্ব এড়িয়ে অবেলা করায় মা বাবার কোল খালি হয়ে গেলো জীবন হারাতে হলো ১১ বছরের স্কুল ছাত্রকে। ছাত্রকে বাঁচানোর দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র মৃত্যুর জন্য শিক্ষকের চরম শাস্তি দিতে হবে প্রশাসনের কাছে স্বপন দত্ত বাউলের আর্জি এবং স্কুলের শিক্ষকদের সাপে কাটার পর কি কি করতে হবে এই নিয়ে সচেতন হতে হবে যেন আর সাপে কেটে আর কোনো ছাত্রর প্রাণ না যায়। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সাপে কাটা মানুষকে রক্ষা করতে বাউল গানে অভিনব সচেতন দেখে এলাকার মানুষ স্বপন বাউলের প্রশংসা করেন।

চির নিদ্রায় বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তিনি ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর থেকে ২০০২ সালের ২১ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।মৃত্যুকালীন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। শুক্রবার রাত ২.৪৫ নাগাদ(৫ অক্টোবর)শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বাংলাদেশের উত্তরা উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।মৃত্যুর পর পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁর প্রথম শেষকৃত্য হবে উত্তরা উইমেন মেডিকেল কলেজ ও

এরপর ৩ পাতায়

বিষধর সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক নাবালিকা মেয়ের

মানিকচক : নিউজ সারাদিন : বিষধর সাপের কোমরে মৃত্যু হল এক নাবালিকা মেয়ের। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচকের নারায়নপুর চর এলাকায়। একমাত্র মেয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন। জানা গেছে মৃত নাবালিকা মেয়ের নাম রতিকা চৌধুরী(৯)। স্থানীয় নারায়নপুর চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াশোনা করত নাবালিকা মেয়েটি। ঘটনা সম্পর্কে আরো জানা গেছে শনিবার সকাল নাগাদ বাড়ির পার্শ্ববর্তী এলাকায় খেলাধুলা করছিল ওই মেয়েটি। খেলাধুলা করতে করতে হঠাৎ করে একটি গতে পা পড়ে রতিকার। সেই গতেয় সাপটি ছোবল দেয় বলে খবর। নাবালিকা মেয়েটি বাড়ি ফিরে তার মাকে জানাই পা জ্বালা করছে। নাবালিকা মেয়েটির অবস্থা অবনতি হলে তা বাবা ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখেন সেই গতে একটি বিষধর সাপ রয়েছে।তখুনি সন্দহ হয়। তড়িঘড়ি মেয়েটিকে মানিকচক গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহটি উদ্ধার করে নিজের হেফাজতে নেন মানিকচক থানার পুলিশ। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সাইবার-প্রতারণা মোকাবিলায় তৎপর টেলিযোগাযোগ দফতর: ভুয়ো কল রুখতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা শীঘ্রই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ওপর ভর করে সাইবার-প্রতারণার বিরুদ্ধে তৎপরতা বাড়াল কেন্দ্রীয় টেলিযোগাযোগ দফতর। ভুয়ো কল রুখতে শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভুয়ো কল চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভারতীয় টেলিকম গ্রাহকদের কাছে সেগুলি পৌঁছনোর আগেই তা ব্লক করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ দফতরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারীরা (টিএসপি)। দুটি পর্যায়ে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হবে। প্রথম পর্বে, গ্রাহকদের কাছে পৌঁছনোর আগেই সেই কল আটকে দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই কল কেন্দ্রীয়ভাবে ব্লক করা হবে। বর্তমানে ৪টি টিএসপি সফলভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকর করছে। টেলিযোগাযোগ দফতর জানিয়েছে, এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় টেলিফোন নম্বরে প্রতিদিন ৪৫ লক্ষ ভুয়ো আন্তর্জাতিক কল ব্লক অর্থাৎ যোগাযোগ ছিন্ন করা হচ্ছে। প্রতারকরা যদিও নিত্য নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতারণার ছক ফেঁদে চলেছে। তাই এ ধরনের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তৎপর হয়ে অভিযোগ জানাতে পরামর্শ দিয়েছে টেলিযোগাযোগ দফতর। এ ধরনের ভুয়ো ফোন কলের ক্ষেত্রে নাগরিকেরা এখন থেকে বিস্তারিত তথ্য সহ সঞ্চার সাথী (https://sancharsaathi.gov.in/) পোর্টালের মাধ্যমে 'চক্ষু'তে অভিযোগ জানাতে পারেন। সাইবার প্রতারণা থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে 'চক্ষু' ব্যবস্থা হল, একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাল নথি দাখিল করে মোবাইল সংযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে চিহ্নিতকরণের কাজে এআই প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে টেলিযোগাযোগ দফতর। ইতিমধ্যে জাল নথির ভিত্তিতে নেওয়া ১.৭৭ কোটি মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

ইলেক্টোরাল বন্ড মামলার আর্জি খারিজ করলো সুপ্রিম কোর্ট

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছিল ইলেক্টোরাল বন্ড অসাংবিধানিক। সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলা আদালত খারিজ করে দিয়ে জানায় " সাংবিধানিক বেঞ্চের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে কোন ভুল আমাদের নজরে পড়ছে না ফলে পুনর্বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না"। ভারতের প্রধান বিচারপতি । ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে সংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে জানিয়ে দিয়েছিল নরেন্দ্র মোদী জমানায় চালু হওয়া ইলেক্টোরাল বন্ড অসংবিধানিক। এটি সংবিধানের ১৯ এর এ ধারার পরিপন্থী। তাই দ্রুত সেটা বন্ধ হওয়া উচিত। সাংবিধানিক বেঞ্চের বক্তব্য রাজনৈতিক দল গুলি ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার অধিকার রয়েছে সাধারণ ভোটারদের। বন্ডের মাধ্যমে কোন দল কত টাকা চাঁদা পেয়েছে সে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় স্টেট ব্যাংক। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর রাজনৈতিক দলগুলি চাপের মধ্যে পড়ে। কারণ দেখা যায় বন্ড থেকে বিজেপি আয় করেছে ৬৯৮৬.৫ কোটি। এই নির্দেশের পুনর্বিবেচনার দাবিতে আইনজীবী ম্যাথু নেদুমপারা সহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের মামলা দায়ের করেন কিন্তু সেই মামলা আদালত খারিজ করে দেয়। অন্যদিকে বিরোধী শিবির কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। শাসকদলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে তারা একাধিক সংস্থাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেছে।

১-ম পাতার পর

ধর্ষণ-খুনে রণক্ষেত্র জয়নগর, বিধায়ককে মার-সাংসদকে জুতো

আদালতে আইনের সাহায্য নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। তার পরিবারের অনাহারে দিন যাতে কাটে সে প্রস্তুতি যেন তুঙ্গে রয়েছে, পুকুরের ও মাছের ভেড়িতে প্রত্যেক বছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেয়া হয়, প্রশাসন কে জানালে তারা তদন্ত করছি বলে দায় সারে। কারণ শাসক দলের আব্দুল হেলানি তার পরিবারের উপরে প্রভাব খাটাচ্ছে। সেই কারণেই সাধারণ মানুষের এই রকম নিরাপত্তা অভাব হয়ে পড়ছে।এদিকে বামনেত্রী কণীনিকা ঘোষ বোস ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কেও ফিরে যেতে বলে উন্মত্ত জনতা। ঘটনাস্থলে রয়েছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। জয়নগরের মহিষমারির কৃপাখালির বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার নিথর দেহ জলাজমি থেকে উদ্ধার হয়। সেই সময় তার দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় বলেই অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উত্তেজিত স্থানীয়রা। ঝাঁটা হাতে পুলিশকে ধাওয়া করেন মহিলারা। একপ্রস্থ ঝাঁটাপেটাও করা হয়। বারুইপুরের এসডিপিও-কে লাঠি হাতে ধাওয়া করেন মহিলারা। জয়নগরের মহিষমারি ফাঁড়িতেও চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ফাঁড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেন স্থানীয়রা। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এলাকাবাসী। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বাঁশ ফেলে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। এই বিক্ষোভকারীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। সেইসময় তাঁকে ঘিরে ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা মারধর করে বলে দাবি। সেই সময় সেখান থেকে চলে যান বিধায়ক। দেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও আমজনতা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল সেখানে হাজির হন। কিন্তু তাঁকেও রীতিমতো জুতো দেখানো হয়। গো ব্যাক স্লোগানও ওঠে। সেই সময় সেখানে পৌঁছন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। দুজনই কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। আঙুল উঁচিয়ে অগ্নিমিত্রা প্রশ্ন করেন, "পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়? আপনাকে জবাব দিতে হবে।" হাত জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করেন সাংসদ। কিন্তু হয়নি। বিজেপি নেত্রী উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। উত্তপ্ত জনতাও তাঁকে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। মীনাক্ষী-কণীনিকাও বিক্ষোভ দেখান। তাঁদেরকে ঘিরেও পালটা বিক্ষোভ হয়। তাঁদের হাসপাতালে ঢোকার অনুমতি দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে যান কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও। স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। তবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সমস্ত ব্লকের সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করতে ব্যস্ত থাকে রাজনৈতিক নেতারা এমনই অভিযোগ উঠছে জনগণের মুখ দিয়ে। পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই শাসকপন্থী হয়ে কাজ করছে তেমনি অভিযোগ তুলছে বিক্ষোভকারীরা। তারা জানিয়েছে যে তৃণমূলের নেতা থেকে বড় তৃণমূল পুলিশ প্রশাসন।

১-ম পাতার পর

পুজোর আগে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্ণা কর্মসূচির অনুমতি লালবাজারের তরফ থেকে পাওয়া গেল না

সকালে লালবাজারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। অবস্থান কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে ডাক্তারদের জানিয়ে দিয়েছে লালবাজার কর্তৃপক্ষ। পুলিশের বক্তব্য ধর্মতলা এলাকায় পুজোর আগে অনেক বেশি ভিড় থাকে। তাই সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ করলে যেমন যান চলাচলের অসুবিধা হবে তেমনি সাধারণ মানুষের চলাচলের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হবে। এই জন্যই ডাক্তারদের কর্মসূচিতে অনুমতি দেওয়া যাবেনা। শনিবার থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজ শুরু করেছেন কিন্তু ধর্মতলায় রাতেই বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তাঁরা প্রতিকী ঘড়ি হাতে নিয়ে সরকারকে ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়েছেন। ওই সময় পর্যন্ত ধর্মতলায় আন্দোলন চলবে।, তাদের দাবি না মানা হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

১-ম পাতার পর

খুনের কথা কবুল করলেও ধর্ষণের অভিযোগ মানতে চায়নি জয়নগরের অভিযুক্ত, দাবি জেলা পুলিশের

বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার যে অভিযোগ উঠেছে তা মানতে নারাজ পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, "শিশু নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়ার পরে কোনও সময় নষ্ট করেনি পুলিশ। এখানে মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। রাত ৯টা নাগাদ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কোথা থেকে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল, কোথায় তাকে শেষবার দেখা গেছে, এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল তখনই। কোনও শিশু নিখোঁজ হলে অপহরণের মামলা রুজু করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রাতেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা হয়। এর তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয় তাকে। ওই যুবক অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। খুনের কথা কবুল করলেও ধর্ষণের কথা স্বীকার করেনি। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

২ পাতার পর

চির নিদ্রায় বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী

হাসপাতাল প্রাঙ্গনে ও দ্বিতীয় শেষকৃত্য দুপুরের সময় বারিধারায় ৮ নম্বর সড়কে বায়তুল আতিক জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মেয়ে ডা. শায়লা চৌধুরী জানিয়েছেন, আগে থেকেই তাঁর বাবার ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ছিল। বুধবার তার ফুসফুসে সংক্রমণ ধরা পড়ে। ওই অবস্থায় তাকে উত্তরা মহিলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পরিবারে। তাঁর (বদরুদ্দোজা চৌধুরী) প্রেস সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন। 'স্যার আর আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।' বর্তমানে তাঁর পরিবারে রয়েছেন স্ত্রী হাসিনা ওয়ার্দা চৌধুরী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে।

আইপিএস প্রবেশনারদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রী

সাইবার অপরাধ দমনে তাঁদের তৎপর হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ এক আলাপচারিতায় মিলিত হন ভারতীয় পুলিশ সেবা (আইপিএস)-র প্রবেশনারদের সঙ্গে। গত কয়েক বছর ধরে নীতিগত পরিবর্তনের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সাইবার ক্রাইমের মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তৎপর থাকার গুরুত্বের বিষয়টিও তুলে ধরেন। এ সম্পর্কে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : "আজ আমি ৭৬ আরআর আইপিএস প্রবেশনারদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় মিলিত হয়েছিলাম। জনসাধারণের সেবায় তাঁদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি ওই আধিকারিকদের। গত কয়েক বছর ধরে কিভাবে নীতিগত পরিবর্তন আমরা বাস্তবায়িত করেছি, সেই বিষয়টিও ছিল আমাদের আলোচ্যসূচির মধ্যে। সেইসঙ্গে, সাইবার অপরাধের মতো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তৎপর থাকার গুরুত্বের কথাও আমি তুলে ধরেছিলাম তাঁদের কাছে।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ৩রা অক্টোবর ২০২৪ সঞ্চয়ন প্রকাশনী, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট এর এক গুচ্ছ বই প্রকাশিত হোলো মহাবোধি সোসাইটি হলে। উল্লেখযোগ্য বই গুলোর মধ্যে *শিক্ষক থেকে মুখ্যমন্ত্রী, এক অনন্য যাত্রা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য - সম্পাদনা দিব্যগোপাল ঘটক ও ডঃ বিশ্বজিৎ মন্ডল, দ্বিতীয় বই - বাংলার মিল্টন মাইকেল মধুসূদন - সম্পাদনা - রতন চন্দ্র গুড়িয়া, তৃতীয় বই একটি উপন্যাস আলেয়া, লেখক -দিপ্তেন্দু সরকার। মঞ্চে উপস্থিত অতিথি ছিলেন সি পি আই এম পলিটবুরো সদস্য ডাঃ সূর্য্য মিশ্র, পলিটবুরো সদস্য নিরঞ্জন সিহি, অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপ শিক্ষা অধিকর্তা দিব্য গোপাল ঘটক, সাংবাদিক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, লেখক দিপ্তেন্দু সরকার, রতন চন্দ্র গুড়িয়া ও ডঃ বিশ্বজিৎ মন্ডল। প্রকাশন সমিতির পক্ষে স্বপন কুমার ঘোষ, সুরেশ দাস, অসীম পাইন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর নামাঙ্কিত বইটি র মোড়ক উন্মোচন করেন ডাঃ সূর্য্য মিশ্র ও বুদ্ধদেব বাবুর স্মৃতি চারণা করেন ডাঃ মিশ্র, নিরঞ্জন সিহি, অধ্যাপক সুদিন চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ও দিব্যগোপাল ঘটক। প্রত্যেকেই সঞ্চয়ন প্রকাশনী র কর্ণধার শৈবাল ভৌমিক এর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানান।

জয়শঙ্করের সফরে কি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি হবে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রায় এক দশক পরে ভারতের কোনও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তান সফরে যাচ্ছেন। এস জয়শঙ্কর সাংহাই কো' অপারেশন অর্গানাইজেশন বা এসসিও-র বৈঠকে যোগ দেবেন এ মাসের মাঝামাঝি। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ খবর নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে ২০১৫ সালে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ 'হার্ট অব এশিয়া' সম্মেলনে যোগ দিতে ইসলামাবাদে গিয়েছিলেন। তার কয়েকদিন পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আচমকাই এক সফরে হাজির হয়েছিলেন লাহোরে। এতদিন পরে আবারও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানে যাচ্ছেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালকে শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জয়শঙ্করের এই সফর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা কি না। জবাবে মুখপাত্র বলেন, 'এ সফর এসসিও বৈঠকের জন্য, এর থেকে বেশি কিছু ভাবা উচিত না।' বিশ্লেষকদের একাংশও মনে করছেন যে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এসসিও-র দিক থেকে বিচার করলে আবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এই পাকিস্তান সফর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিবিসি বাংলার খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন।

পাকিস্তান সফরে কী বার্তা দেবে ভারত?

নয়াদিল্লিতে অবজার্ভার রিসার্চ ফাউণ্ডেশনের বিদেশ নীতি বিভাগের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক হর্ষ ভি পন্থ বিবিসিকে বলছিলেন, "পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা পুরোপুরি মেটেনি। সেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রে আসলে কারা রয়েছেন, সেটাও স্পষ্ট নয়।"

"তাই পাকিস্তানের প্রশাসনের সঙ্গে এখনই সরাসরি আলোচনা চালানোর কোনও কারণ ভারতের দিক থেকে নেই। তাই মনে হয় না যে এই সফরের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কোনও বড় পরিবর্তন আসবে", বলছিলেন অধ্যাপক পন্থ।

তবে তিনি এটাও বলছেন যে নয়াদিল্লি এটাও চায় না যে ভারতের 'মিত্র দেশ'গুলির মধ্যে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হোক যে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রভাবে এসসিও-র কাজকর্মে কোনও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

তার কথায়, "ভারত এটা চাইবে না যে এসসিও-র অন্যান্য সদস্য দেশগুলির এরকম একটা ধারণা হোক যে ভারত তার বিদেশনীতিতে এসসিও-র গুরুত্ব কম করে দিচ্ছে।"

"দেখুন, যদি প্রধানমন্ত্রী নিজে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ০৬ অক্টোবর, ২০২৪ রবিবার ১৯ আশ্বিন, ১৪৩১

সাধারণ বেশে ডেঙ্গু সচেতন

বর্ধমানের পাড়ায় পাড়ায় স্বপন দত্ত বাউলের

সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চারিদিকে বান বন্যা জেলায় জেলায়। যখন তখন নিম্নচাপ, ও বৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে সেখানে জল জমছে , ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত হতে পারে । সেই আশঙ্কায় রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত ও সমাজ সচেতন এর শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল পূর্ব বর্ধমানের পাড়ায় পাড়ায় সাধারণ পোশাকে পথ চলতে চলতে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে ডেঙ্গু সচেতন করে বর্ধমানবাসি কে তাক লাগিয়ে দিলো। শুরবার পূর্ব বর্ধমানের ২০, নম্বর ওয়ার্ড মহুরমহলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন স্বপন বাউল। হঠাৎ পথে দেখেন পৌরসভার দুজন কর্মী দিদিরা ডেঙ্গু সার্ভে করছিলেন। স্বপন বাউল তাদের দেখেই বলেন দিদি আমি আপনাদের সঙ্গে গান গেয়ে বক্তব্য দিয়ে মানুষকে ডেঙ্গু সচেতন করে দি। একেবারেই সাধারণ পোশাকে পথ চলতে চলতে স্বপন বাউলের ডেঙ্গু সচেতন দেখতে মানুষ ভিড় জমায় স্বপন বাউল গানে ও বক্তব্যে বলেন " দিনে রাতে শোবার সময় মশারিটা টাঙাতে কেউ ভুলো না " এছাড়াও বলেন জ্বর হলেই সেটা ডেঙ্গু নয় রক্তে এলাইজা টেষ্ট করলে তবেই জানা যাবে ডেঙ্গু হয়েছে কি না ? ডেঙ্গুর লক্ষণ ডেঙ্গুর জ্বর বারে কমে , পেট খারাপ, গায়ে হাতে পায়ে গিঁটে গিঁটে ব্যাথা, গায়ে লাল কালো ছোপ দেখা যাবে । এই সমস্ত লক্ষণ দেখলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। স্বপন বাউল বক্তব্যে বলেন কোথাও জল জমানো চলবে না । কারণ জমা জলই মশা বাহিত রোগের কারণ, নিয়মিত রাস্তা ঘাট ড্রেন পরিষ্কার করতে হবে, মশা মারার কিট নাশক ওষুধ তেল ছড়াতে হবে, কামান দেগে ধোঁয়া দিতে হবে । আর জেলায় জেলায় পৌরসভা ,পঞ্চায়েত , স্বাস্থ্যদপ্তর কে এবং জনগণকে ও সরকারকে ডেঙ্গু ও ডেঙ্গি মশা মারার ব্যাপারে সচেতন হয়ে মশা মারার ব্যবস্থা করে জনগণকে রক্ষা করতে হবে।

সম্পাদকীয়

আবারও মায়ানমারের রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশে

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মিসহ বিদ্রোহী সংগঠনের লড়াই তীব্র হচ্ছে। এ ঘটনার জেরে প্রাণ বাঁচাতে কৌশলে বাংলাদেশের কক্সবাজারের টেকনাফে ঢুকে পড়ছেন রোহিঙ্গারা (মায়ানমারের নাগরিক)। গত বৃহস্পতিবার সারাদিন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে ।মায়ানমারের রাখাইনের চলমান সংঘাতে সম্প্রতি তারা ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন। শুক্রবার রাতে নাফ নদী পেরিয়ে টেকনাফের কেরনতলির এক বাসিন্দার বাড়িতে আশ্রয় নেন ১৫ শিশু ও ৯ নারীসহ চার পরিবারের ৩০ জন রোহিঙ্গা । তাদের বাড়ি মায়ানমারের মংডু টাউনশিপের পাশের গ্রাম সুদাপাড়ায় । বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়ের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা বলেন, বিভিন্ন আশ্রয়শিবিরে নতুন করে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিচ্ছেন। তবে এ পর্যন্ত কত রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকেছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেছেন, নতুন করে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে ৮ হাজারের মতো রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে ।এতে আতঙ্কিত ছিলেন টেকনাফের বাসিন্দারা ।

বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তের সূত্রে জানা গেছে, মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপ এলাকায় সরকারি বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির ও আরও একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনের সংঘাত চললেও সেটি এখন আরও তীব্র হয়েছে। শুক্রবার রাতে মায়ানমারের মংডুর বিভিন্ন এলাকা থেকে থেমে থেমে মর্টারশেল, গ্রেনেড-বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসছে মিয়ানমার সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায়। রাখাইনে চলমান সংঘাতের মধ্যে সীমান্তে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়লেও রোহিঙ্গাদের অনেকেই পালিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছেন।

বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, গত দুই সপ্তাহে বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছেন প্রায় ১২ হাজার রোহিঙ্গা। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ার চেষ্টায় রয়েছেন আরও প্রায় ৫০ হাজার রোহিঙ্গা। ছয় মাস ধরে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাত চলছে। এখন সংঘাত সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশের টেকনাফ পৌরসভার বাসিন্দারা জানান, মায়ানমারের রাখাইনের ওপারে মর্টারশেল ও শক্তিশালী গ্রেনেড-বোমার বিস্ফোরণে এপারের ঘরবাড়ি কাঁপছে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে মনে হয় বসতঘরের চালার ওপর বোমা এসে পড়ছে। রাতে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে শিশুরা কান্নাকাটি শুরু করে দেয়।

মায়ানমারের রাখাইনের মংডু টাউনশিপের বিপরীতে (পশ্চিমে) চার কিলোমিটার প্রস্থের নাফ নদী পেরোলেই বাংলাদেশের টেকনাফ উপজেলা। টেকনাফের জনপ্রতিনিধিরা জানান, রাতের অন্ধকারে মিয়ানমারের মংডু টাউনশিপের সুদাপাড়া, ফয়েজীপাড়া, সিকদারপাড়া ও নুরুল্লাপাড়া গ্রাম থেকে রোহিঙ্গারা নৌকা নিয়ে নাফ নদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ছেন। বেশিরভাগ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ঢুকছেন জাদিমোরা, দমদমিয়া, কেরুনতলি, বরইতলি, নাইট্যংপাড়া, নাজিরপাড়া, মৌলভীপাড়া, নয়াপাড়া, শাহপরীর দ্বীপ, জালিয়াপাড়া, মিস্ত্রিপাড়া, ঘোলারচর, খুরেরমুখ, আলীর ডেইল, মহেষখালীয়াপাড়া, লম্বরী, তুলাতলি, রাজারছড়া, বাহারছড়া উপকূল দিয়ে। শুক্রবার রাতেই কেবল বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছেন চার শতাধিক রোহিঙ্গা। মিয়ানমারের মংডুর উত্তরের প্যারাংপুরু ও দক্ষিণের ফাদংচা এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার রোহিঙ্গা জড়ো হয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টায় রয়েছেন।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নদিয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে মালিপোতার বিশিষ্ট শাক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্যকে তিনি অসমে আসার অনুরোধ জানালেন। কৃষ্ণরাম জানালেন কামাখ্যা মন্দিরের দায়িত্ব দিলে তবেই তিনি অসম যাবেন। রাজা নিজে দীক্ষা না নিলেও তার পুত্রদের এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণরামের কাছে দীক্ষা নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ।রুদ্র সিংহের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র শিব সিংহ ১৭১৪ থেকে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব করেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

সৃজনশীলতা যুক্ত হয়ে দুর্গোৎসব বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আনন্দময়ী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার আগমনবার্তায় বর্তমানে চরাচর আনন্দমুখর। আমরা দুর্গাপূজা বললেও আসলে এই পূজা মা দুর্গার একার নয়। সঙ্গে আরও অনেকেই আছেন। মা দুর্গা আসেন সবাইকে নিয়েই। ভালো-মন্দ, শত্রু-মিত্র, গাছ-প্রাণী সঙ্গে নিয়েই। চালচিত্রে শিব আছেন, তো পায়ের নিচে অসুর। কলাগাছ বউ তো প্যাঁচা, হাঁস, ইঁদুর, ময়ূরবাহন। হাসিকান্না, সুজন-দুর্জন, পশুপক্ষী-উদ্ভিদ সমাহারে আমাদের জীবনপথ চলাটাকেই সহজ করে চিনিয়ে দিতে চান। শরৎ ঋতুতে আবাহন হয় বলে দেবীর আরেক নাম শারদীয়া। এ ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী, কাত্যায়নী, শিবানী, ভবানী, আদ্যাশক্তি, চণ্ডী, শতাক্ষী, দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, রুদ্রাণী, কল্যাণী, অম্বিকা, অদ্রিজাএমন কত নাম আছে মায়ের। ঠিক নানি-দাদিরা যেমন আমাদের আদর করে একটা নামে ডাকে, মামার বাড়িতে আদিখ্যেতা করে অন্য নামে ডাকা হয়। আবার বাবার দেওয়া একটা নাম, মায়ের দেওয়া একটা নাম, স্কুলের জন্য একটা ভালো নাম। মা দুর্গারও তেমনি অনেক নাম। সে তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে!

আমরা যদি চণ্ডীর দেবী নির্মাণের ব্যাখ্যা ধরি, নানা শক্তি সমন্বয়ে আজকের ভাষায় তিনি একটি বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বানানো যন্ত্র, একজন নারীবেশী যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া কিছু নন। অসুরের মধ্যে পুরুষের তথাকথিত

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

জয়শঙ্করের সফরে কি ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি হবে?

পাকিস্তান যেতেন, সেটার একটা আলাদা বার্তা দেওয়া হত, তার একটা আলাদা গুরুত্ব বোঝা যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজে যাচ্ছেন না, তার জায়গায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যাচ্ছেন। এ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে শীর্ষ নেতৃত্বের পর্যায়ে এখনই পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় জড়াতে রাজি নয় ভারত," বলছিলেন অধ্যাপক পন্থ।

তার বিশ্লেষণ, "আবার এস জয়শঙ্করের সফরের মাধ্যমে এই বার্তাটাও দেওয়া হচ্ছে যে এসসিও-র মতো বহু-দেশীয় মঞ্চে নিজের দায়িত্ব পালন করতেও প্রস্তুত ভারত।"

ওয়াশিংটন ডিসি-র উইলসন থিঙ্কট্যাঙ্কে দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যানও মনে করেন যে মি. জয়শঙ্করের এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এসসিও-র জন্য।

তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন যে এই সফরের সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতি সাধনের সদিচ্ছার থেকেও সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) প্রতি ভারতের অঙ্গীকা প্রমাণ করে।

তবে তিনি এও লিখেছেন যে মি. জয়শঙ্করের পাকিস্তান সফর যদিও "দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির থেকেও বহুপাক্ষিক কূটনীতিই বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।"

তার ব্যাখ্যা, দীর্ঘদিন পরে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পাকিস্তানে যাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন, "২০১৬ সালের পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী পাকিস্তানে যাচ্ছেন।"

সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে ২০১৬ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন রাজনাথ সিং।

অনেক দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন প্রাক্তন কূটনীতিক রাজীব ডোগরা। তিনি রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সেই পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন।

বিবিসি হিন্দির সংবাদদাতা মোহনলাল শর্মার সঙ্গে কথোপকথনে মি. ডোগরা বলেছেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর ভারতের দিক থেকে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কিন্তু "পাকিস্তানের আচরণ সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।"

রাজনাথ সিংয়ের ওই পাকিস্তান সফরের কথা মনে করে তিনি বলেন, "সেই সময়ে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলি খান রাজনাথের সঙ্গে বেশ খারাপ আচরণ করেছিলেন।"

পাকিস্তানের আচরণের প্রসঙ্গে মি. ডোগরা আরও উল্লেখ করছিলেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর গত বছরের ভারত সফরের কথাও।

তিনি বলেন, "বিলাওয়াল ভুট্টো যখন এসেছিলেন, তখন তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল না, তাই আলোচনা সেখানেই শেষ হয়ে যায়।"

জয়শঙ্করের মনোভাব কেমন হতে পারে?

গত বছর মে মাসে এসসিও বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই মনে করা হয়েছিল যে বিলাওয়াল ভুট্টোর সফর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করতে পারে।

কিন্তু বৈঠকের ঠিক একদিন পরই দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কড়া মন্তব্য প্রকাশ পায়।

এখন যখন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর পাকিস্তানে যাচ্ছেন, তখন তিনি কেমন মনোভাব প্রকাশ করবেন?

এ বিষয়ে অধ্যাপক পন্থ বলছেন, "তিনি এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তানে যাচ্ছেন, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে তো নয়।"

"সেখানে ভারতের গঠনমূলক ভূমিকা পালনের ওপরে জোর দেবেন মি. জয়শঙ্কর। তাই আমার মনে হয় না যে তিনি সেখানে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক মতপার্থক্যগুলো তুলে ধরবেন।"

তিনি আরও বলেন, "পশ্চিমা দেশগুলির সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলে এস জয়শঙ্করের আগ্রাসী মনোভাব প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু আপনি যদি পাকিস্তান বাদে অন্য প্রতিবেশী দেশগুলোর কথা বলেন, তিনি সেক্ষেত্রে কিন্তু বিচক্ষণ কূটনীতিক। এর সব থেকে বড় উদাহরণ হল মালদ্বীপ। একটা সময় যখন মালদ্বীপে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালোচনা হচ্ছিল এবং ব্যাপক টানাপোড়েন চলছিল, তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা নেতারা কোনও মন্তব্য করেন নি। এর ফলে কয়েক মাস পর ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়।"

সাবেক কূটনীতিক রাজীব ডোগরা অবশ্য মনে করেন যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সম্পর্কের উন্নতি করতে সফল হবেন।

তিনি বলছিলেন, "আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিজ্ঞ কূটনীতিক ও নেতা। তিনি যখন পাকিস্তান সফরে যাবেন তখন তার মনোভাব এমনটাই হবে যে দুই দেশের সম্পর্কের ওপর জমে থাকা বরফ ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু বৈঠকটি এসসিও-র, সেটাও মাথায় রাখতে হবে।"

বিশ্বের অন্যান্য দেশ এই সফরকে কী চোখে দেখবে?

বর্তমানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ বাস করেন এসসিও-ভুক্ত দেশগুলিতে। বিশ্বের জিডিপির ২০ শতাংশও এসসিও গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির। আবার বিশ্বের জ্বালানি তেলের ২০ শতাংশও এই দেশগুলিতেই মজুত রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে এসসিও-ভুক্ত দেশগুলি কী করছে, তার দিকে নজর রাখে গোটা বিশ্ব।

এই প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাকিস্তান সফরকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কী চোখে দেখতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক পন্থ বলছেন, চিন বা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক যাই হোক না কেন, এসসিও-তে নিজেদের ভূমিকাকে ইতিবাচক ভাবে তুলে ধরাই ভারতের লক্ষ্য।

"এই সফরের মাধ্যমে ভারতের একটা ভূমিকা স্পষ্ট যে এসসিও-তে তারা পুরোপুরি অংশগ্রহণ করছে আর একটা ইতিবাচক এজেন্ডা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ভারত বিশ্বকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, ভারত নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার নিজের শর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের দিকে নজর দেবে।

'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি?

সাবেক কূটনীতিক কেপি ফ্যাবিয়ান এস জয়শঙ্করের এই সফরকে 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতিরই একটা অগ্রগতি হিসাবে দেখছেন।

সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "নেইবারহুড ফার্স্ট পলিসি পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই মনে আছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালদ্বীপে তিন দিন কাটিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করলেন। এটা ভাল লক্ষণ যে তিনি পাকিস্তানে যাচ্ছেন।"

তবে এই নীতি যে 'পুনরুজ্জীবিত' হচ্ছে, সে বিষয়ে পুরোপুরি একমত নন অধ্যাপক হর্ষ ভি পন্থ।

তিনি বলেন, ভারত তো সবসময়েই 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতি নিয়ে চলেছে। তার কথায়, "প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে আপনি দূরে থাকবেন কীভাবে? প্রতিবেশী দেশগুলির ব্যাপারে ভারত কখনই নিজের দায়িত্ব এড়ায়নি, কিন্তু পাকিস্তান কখনই 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির অংশ ছিল না।"

ভারত-পাকিস্তানের জন্য এসসিও কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

চীন, রাশিয়া এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল এমন চারটি মধ্য এশিয়ার দেশ - কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান একসঙ্গে ২০০১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এসসিও গঠন করে।

তবে ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে সাংহাইয়ে একটি বৈঠকে চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং তাজিকিস্তান সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতিগত ও ধর্মীয় উত্তেজনা মোকাবেলায় একে অপরকে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিল।

ভারত ও পাকিস্তান ২০১৭ সালে এসসিও-র পূর্ণ সদস্য হিসেবে যোগ দেয় এবং ২০২৩ সালে ইরান এর সদস্য হয়। এখন নয়টি দেশ এসসিও-র সদস্য।

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনে আফগানিস্তান, বেলারুশ ও মঙ্গোলিয়া পর্যবেক্ষক হিসাবে রয়েছে।

যে দুটি দেশ এসসিও-র নেতৃত্ব দেয়, সেই রাশিয়া আর চীন্ দুই দেশের সঙ্গেই পাকিস্তানের সুসম্পর্ক আছে।

পাশাপাশি মধ্য এশিয়ার দেশগুলির কারণেও এসসিও পাকিস্তানের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অঞ্চলে বাণিজ্য, সংযোগ এবং শক্তি খাতগুলিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির আশা করে পাকিস্তান।

ভারতের জন্য এটি আবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত মঞ্চ, যেটি একদিকে প্রতিবেশীদের ও অন্য দিকে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাদের সংযোগ তৈরি করেছে।

অধ্যাপক পন্থ বলছেন, "যেহেতু মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগ সীমিত, তাই এসসিও-র মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ভারতের উপস্থিতি ও ভূমিকা বজায় রাখা ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। "তাই এই সফরকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারতের অংশগ্রহণ এবং কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিৎ", বলছিলেন অধ্যাপক পন্থ।

সিনেমার খবর

cinema TV

এবারের জন্মদিনে চমকে দেবেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক বছরে হাজার কোটির ঘরে শাহরুখ খানের দুটি ছবি। 'পাঠান', 'জাওয়ানে'র এই সাফল্যের পর 'ডানকি'ও হয়েছে ব্যবসাসফল। গতবছর এভাবেই হেসে খেলে কেটেছে কিং খানের। চলতি বছর আলোচনায় আছেন নতুন কাজের খবর দিয়ে। এবার জানা গেল নিজের জন্মদিনে বিশেষ চমক দেবেন ভক্তদের।

শাহরুখের আসন্ন সিনেমা 'কিং'-এ গানের দায়িত্বে রয়েছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর। এরইমধ্যে ছবির থিম মিউজিক নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তিনি। জানা গেছে, বেশ বড়সড় চমক আসছে 'কিং'-এর গানে।

এবার খবর, ইতিমধ্যেই নাকি ছবির ঘোষণার থিম মিউজিক তৈরি শেষ করেছেন অনিরুদ্ধ। শাহরুখ খানের জন্মদিনেই ছবি মুক্তির ঘোষণা হবে বলেও জানা গেছে। বর্তমানে মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্যের অনুশীলনে ব্যস্ত কিং খান।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি আইফা অ্যাওয়ার্ডে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন কিং খান। 'জাওয়ান' ছবিটি এ সম্মান এনে দিয়েছে তাকে। এতে শাহরুখের সঙ্গে ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। ছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার নয়নতারা ও বিজয় সেতুপতি। সব রেকর্ড ভেঙে আয়ের ঝুলিতে হাজার কোটি তুলে নিয়েছিল সিনেমাটি।

হাসপাতালে ভর্তি সুপারস্টার রজনীকান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা রজনীকান্ত। সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে তাকে অভিনেতাকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, তিনি একজন ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন এবং তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। ক্যাথ ল্যাবে তার ইলেকটিভ কার্ডিয়াক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

রজনীকান্তের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন। অনেকেই হাসপাতালের সামনে তার শারীরিক অবস্থার আপডেটের জন্য অপেক্ষা করছেন। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

বিশ্বজুড়ে অগণিত ভক্ত থাকা রজনীকান্ত তার অনন্য স্টাইল ও আইকনিক অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে তার আসন্ন সিনেমা 'ভেট্টাইয়ান' মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। টি.জে. গ্লানাভেল পরিচালিত এই অ্যাকশন ড্রামা সিনেমাটি মুক্তি পাবে চলতি বছরের ১০ অক্টোবর। ছবিতে রজনীকান্তের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচ্চন, ফাহাদ ফাসিল, রানা দাগগুবতি, মঞ্জু ওয়ারিয়ার, ঋতিকা সিং, দুশারা বিজয়ন এবং অভিরামি। এই সিনেমার মাধ্যমেই অমিতাভ বচ্চন প্রথমবারের মতো তামিল চলচ্চিত্রে কাজ করছেন।

'ভেট্টাইয়ান' সিনেমার একটি গান 'মনাসিলায়ো' সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে যা ইন্টারনেটে তুমুল সাড়া ফেলেছে। রজনীকান্ত এবং মঞ্জু ওয়ারিয়ার অভিনীত গানটি আনিরুধ রবিশঙ্কর সুর করেছেন। এর আগেও তিনি রজনীকান্তের পেট্টা (২০১৯), দারবার (২০২০) এবং জেলার (২০২৩) সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন। আগামী ২ অক্টোবর এই সিনেমার ট্রেলার মুক্তি পাবে। রজনীকান্তের সঙ্গে এই শক্তিশালী কাস্ট ও ক্রু একত্রিত হওয়ায় 'ভেট্টাইয়ান' নিয়ে ভক্তদের প্রত্যাশা ছিলো তুঙ্গে।

সালমানের জন্য বিয়ের প্রস্তাব, যা বললেন অভিনেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের খ্যাতিমান অভিনেতা সালমান খান। কাঙ্খিত ব্যাচেলরদের একজন তিনি। বয়স প্রায় ৬০ ছুঁয়ে ফেললেও এখনো বিয়ের মালা গলায় দেননি তিনি। সমসাময়িক সকল তারকাই বিয়ে করে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সংসারে ব্যস্ত হলেও সালমান থেকে গেছেন অবিবাহিত। একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তার। একাধিক সম্পর্কে থাকলেও কোনো সম্পর্কই স্থায়ী হয়নি। সে কারণেই বিয়ের আসরে যাওয়া হয়নি বলিউডের এই খানের। কিন্তু, ভাইজানের অনুরাগীরা আশা ছাড়েননি। সালমানকে বরের বেশে দেখার অপেক্ষায় তারা উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সালমান কি বিয়ে করবেন? এক মহিলাকে সেই উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

বিদেশ থেকে এসে এক মহিলা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সালমানকে। সালমান তখন একটি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। সেই সময়ে এসে হাজির সেই মহিলা অনুরাগী।

অনুরাগী সালমানকে বলেন, 'আপনাকে প্রথম বার দেখেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। তাই সুদূর হলিউড থেকে আপনার জন্য ছুটে এসেছি।' রসিকতা করে সালমান বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই শাহরুখ খানের কথা বলছেন!' তখন ফের জোর দিয়ে অনুরাগী বলেন,ওনা। আমি সালমান খানের কথাই বলছি। সালমান আপনি কি আমাকে বিয়ে করবেনঃ উত্তরে ভাইজান বলেন, 'আমার বিয়ে করার বয়স পেরিয়ে গিয়েছে। ২০ বছর আগে আমার সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত ছিল।'

ঘটনাটি এক বছর আগের। তবে এই মুহূর্তে নেটপাড়ায় ঘটনার ভিডিও ভাইরাল। ভাইজানের অনুরাগীর সংখ্যা গুনে শেষ করা যায় না। তাই তার বিয়ে সংক্রান্ত সব তথ্যই তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের শক্তিমান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। গত সাড়ে চার দশক ধরে বিনোদন দুনিয়ায় নিজের পাকাপোক্ত আসন ধরে রেখেছেন। একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়ে দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। জানা গেছে, ভারতীয় সিনেমার সবচেয়ে বড় সম্মান পেতে যাচ্ছেন প্রবীণ এই অভিনেতা।

৩০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এক টুইট বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। অশ্বিনী বৈষ্ণব টুইটে লেখেন, 'দাদাসাহেব ফালকে বাছাই জুরি কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে তার আইকনিক অবদানের জন্য পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আগামী ৮ অক্টোবর ৭০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। ১৯৭৬ সালে মৃণাল সেনের 'মৃগয়া' দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন মিঠুন। তারপর আর তাকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন তিনি। বাংলা, হিন্দিসহ ৩৫০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন মিঠুন।

টলিউডের পাশাপাশি বলিউডেও তিনি দাপিয়ে অভিনয় করেছেন। মিঠুনের ক্যারিয়ারে মোট ৩টি জাতীয় পুরস্কার রয়েছে। ১৯৮৯ সালে একসঙ্গে ১৯টি ছবি মুক্তি পায় মিঠুনের। যা লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে।

মিঠুনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কুণাল ঘোষ ফেসবুকে লিখেছেন, “দাদাসাহেব ফালকে মিঠুন চক্রবর্তী। শিল্পী মিঠুনদাকে অভিনন্দন। শুধু অনুরোধ, দীর্ঘ উপেক্ষার পর আপনার পদ্মশ্রীর জন্য প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চিঠি ও চেষ্টার দিনগুলো এবং সেইসঙ্গে মমতাদির আপনাকে রাজ্যসভায় পাঠিয়ে স্বীকৃতিদান ভুলে যাবেন না।”

মিঠুনের হাতে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার তুলে দেওয়ার খবর প্রকাশের পর থেকেই আনন্দিত তার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীরা। সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি।

মেয়েকে নিয়ে যা বললেন ঐশ্বরিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : যেখানেই যান, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যান ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। মায়ের ছত্রছায়ায় বড় হয়ে উঠছে আরাধ্যা বচ্চন। গত কয়েক মাস ধরে জল্পনা চলছে, অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়ের দাম্পত্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। তার পর থেকে শুধু মায়ের সঙ্গেই সর্বত্র দেখা যায় আরাধ্যাকে। ঐশ্বরিয়া তার স্নেহের পরশে জড়িয়ে রাখেন একমাত্র মেয়েকে।

মেয়েকে কোন শিক্ষায় বড় করছেন ঐশ্বরিয়া? সম্প্রতি আবুধাবিতে এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সাবেক বিশ্বসুন্দরীকে এই প্রশ্ন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিক নিজেও একজন মা। তাই মা হিসেবে সন্তানকে কী পরামর্শ দেওয়া উচিত, সেই নিয়ে কথা বলেন ঐশ্বরিয়া। অভিনেত্রী বলেন, “শুনুন, আপনিও একজন মা। আপনি সবচেয়ে ভাল বুঝবেন। আমরা সকলে মানুষ। বসে বসে পরস্পরকে এই নিয়ে পরামর্শ দিয়ে কোনও লাভ নেই। এর কোনও নিয়মাবলী নিয়ে আমাদের জন্ম হয় না। কোনও রকমের নিয়ম কানুন হয় না। তাই আপনি আপনার মতো করে নিজের সন্তানকে বড় করুন। আপনি নিজেই এক অসাধারণ মা। আপনাকে ও আপনার মেয়ের জন্য শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।”

এই একই অনুষ্ঠানে আরও একটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় ঐশ্বরিয়ার দিকে। ওকেন আরাধ্যাকে নিয়েই সর্বত্র যান তিনিঃ উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, “ও আমার মেয়ে। আমার সঙ্গে সব জায়গায় যেতে পারে।”

২০০৬ সালে 'উমরাও জান' ছবির সময়ে ঐশ্বরিয়ায় প্রেমে পড়েছিলেন অভিষেক। তার পরে বছর অর্থাৎ ২০০৭-এর ২০ এপ্রিল ধূমধাম করে বিয়ে সারেন তারকা জুটি। ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর অভিষেক-ঐশ্বর্যার কোলে আসে প্রথম সন্তান আরাধ্যা বচ্চন। কিন্তু, সেই সুখের সংসারে নাকি চিড় ধরেছে! এমন জল্পনাই চলছে বি-টাউনে।

লিগ খেলতে
কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে নাম প্রত্যাহার

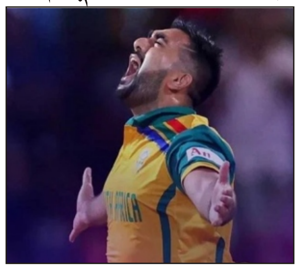

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে টাকার ঝনঝনানি। দেদার টাকা ঢালে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা। তা লুফে নিতে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করেন বিশ্বের নামিদামি ক্রিকেটাররা। এর জন্য দেশের ক্রিকেট জলাঞ্জলি দিতেও কার্পণ্য করেন না কেউ কেউ। এতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ছিল। সেটা এবার লক্ষ করা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মনোযোগ বাড়াতে ক্রিকেট বোর্ড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার তাব্রেইজ শামসি। বৃহস্পতিবার ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) ও শামসি যৌথভাবে এ ঘোষণা দিয়েছেন।

বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ না থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলা চালিয়ে যাবেন শামসি। বিশ্বজুড়ে অবাধে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার সুযোগ পেতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নাম প্রত্যাহারের কারণ জানাতে গিয়ে শামসি বলেছেন, 'ঘরোয়া মৌসুমে আরও সহজে খেলতে, সব সুযোগ লুফে নিতে এবং সর্বোত্তম উপায়ে পরিবারের দেখভাল করতে আমি কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই প্রোটিয়াদের হয়ে খেলতে আমার সক্ষমতা ও অনুপ্রেরণাকে প্রভাবিত করবে না। যখনই আমাকে দরকার পড়বে, দেশের হয়ে খেলতে প্রস্তুত থাকব।' শামসি যোগ করেছেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বকাপ এনে দেওয়া সব সময়ই আমার স্বপ্ন। কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকেই আমার কাছে দেশের হয়ে খেলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না।'

আইএসএলে মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বি, দাপুটে জয় মোহনবাগানের

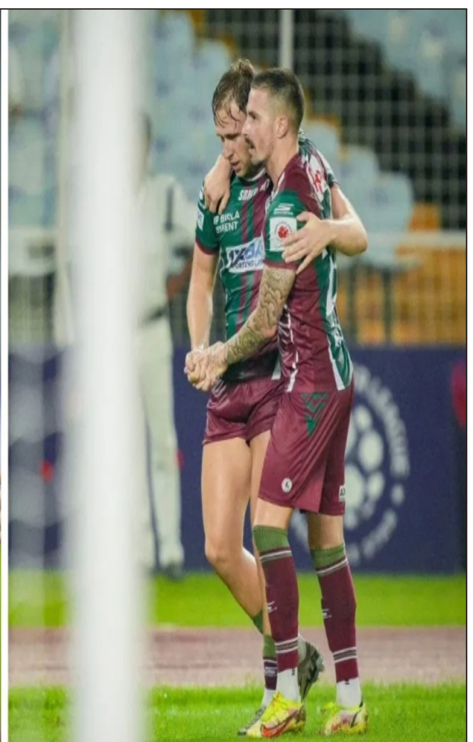

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এই প্রথম মুখোমুখি হল মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং। এ বারই প্রথম আইএসএল খেলছে সাদা-কালো ব্রিগেড। মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বিতে দাপুটে জয় মোহনবাগানের। কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলেন হোসে মোলিনা। তেমনই নিজের প্লেয়ারদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতাও তৈরি করে দিলেন। কলকাতার দুই ঐতিহ্যশালী ক্লাবের ম্যাচ ঘিরে যে উন্মাদনা, উত্তেজনা থাকবে, এটাই প্রত্যাশিত। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পুরোপুরিই ডার্বির মেজাজ। কিছুটা হলেও স্নায়ুর চাপে ভুগল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমার্ধেই ৩-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। শেষ অবধি এই স্কোরলাইনই থাকল।

ইস্টবেঙ্গল ছন্দে নেই। মোহনবাগানের পারফরম্যান্সও ব্যাপক ওঠা নামা করছিল। সবচেয়ে অস্বস্তির, এ মরসুমে ক্লিনশিট রাখতে পারছিল না গত বারের লিগ শিল্ড জয়ী মোহনবাগান। অন্যদিকে, প্রথম আইএসএলে প্রত্যাশা মতোই ভালো পারফর্ম করছে মহমেডান। প্রথম ম্যাচেই তারা পয়েন্ট নিতে পারত। ইনজুরি টাইমে গোল খেয়ে শূন্য হাতে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে থেকেও ইনজুরি টাইমে গোল, এক পয়েন্ট তুলেছিল মহমেডান। গত ম্যাচে চেন্নাইয়ের মাঠে ঐতিহাসিক জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল। তবে আইএসএলের অন্যতম সফল দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে লড়াইটা সহজ ছিল না।

ম্যাচের প্রথমার্ধে তিন গোল মোহনবাগানের। এর মধ্যে দুটি গোল সেটপিস থেকে। ৮ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ভাসানো কর্নারে হেড করেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ডান দিকেই অপেক্ষায় ছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। দুরন্ত হেডারে প্রথম আইএসএল গোল মোহনবাগানের নতুন তারকা জেমি ম্যাকলারেনের। ম্যাচের ৩১ মিনিটে আবারও সেট পিস, ফলও একই। গ্রেগ স্টুয়ার্টের ফ্রি-কিকে হেডে গোল ক্যাপ্টেন শুভাশিসের।

অনবরত আক্রমণে দিশেহারা ছিল মহমেডান ডিফেন্স। প্রতিপক্ষ টিমের নাম এবং প্লেয়ারদের অভিজ্ঞতা যেন স্নায়ুর চাপে ফেলেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবলারদের। ৩৬ মিনিটে গ্রেগ স্টুয়ার্টের অনবদ্য গোলে প্রথমার্ধেই ৩-০ করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে তুলনামূলক প্রতিরোধ গড়েছে মহমেডান স্পোর্টিং। আইএসএলে প্রথম ডার্বির স্বাদ তেতো হলেও, নবাগত হিসেবে প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স।

ধোনিকে ধরে রাখার পথ সহজ হলো চেন্নাইয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের মেগা নিলামের আগে চেন্নাই সুপার কিংসের মূল দুর্ভাবনা ছিল মাহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত পুরোনো নিয়ম ফিরে আসায় কিংবদন্তি এই ক্রিকেটারকে ধরে রাখার পথ সুগম হলো দলটির জন্য। মাত্র ৪ কোটি রুপিতেই অভিজ্ঞ এই কিপার-ব্যাটসম্যানকে ধরে রাখতে পারবে তারা। আইপিএলের এবারের মেগা নিলামের আগে ক্রিকেটারদের 'রিটেনশন' বা ধরে রাখার নিয়ম চূড়ান্ত করা হয়েছে। ধোনিকে 'আনক্যাপড' বা অভিষেক না হওয়া ক্রিকেটার হিসেবে ধরে রাখতে পারবে চেন্নাই।

৫৩৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ধোনিকে 'আনক্যাপড' ক্যাটাগরিতে বিবেচনা করা হয় নিয়মের একটি ধারায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ ম্যাচ খেলার বা ভারতীয় বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সবশেষ থাকার পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলে সেই ক্রিকেটারকে 'অ্যানক্যাপড' হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। নিয়মটি প্রযোজ্য হবে শুধু ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য। ২০১৯ বিশ্বকাপের পর ভারতের হয়ে আর খেলেননি ধোনি।২০০৮ সালে আইপিএলের শুরু থেকেই এই নিয়ম ছিল। ২০২১ সালে এটি বাতিল করা হয়। মূলত ধোনিকে ধরে রাখার ভাবনা মাথায় রেখেই আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সভায় এই নিয়মটি ফিরিয়ে আনার জোর দাবি তুলেছিল চেন্নাই সুপার কিংস।

এখনও অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এটা ঘোষণা করা হয়নি। তবে গত শনিবার রাতে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে ধরে রাখা ক্রিকেটারদের নিয়মাবলি পাঠানো হয়েছে। সেটি দেখেই খবর প্রকাশ করেছে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফো। প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সর্বোচ্চ ছয় ক্রিকেটারকে ধরে রাখতে পারবে। এর মধ্যে 'আনক্যাপড' ক্রিকেটার রাখা যাবে সর্বোচ্চ দুই জন। ভারতীয় ও বিদেশী মিলিয়ে 'ক্যাপড' বা অভিষেক হওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে ধরে রাখা যাবে সর্বোচ্চ পাঁচ জন। যেটির মানে, অন্তত একজন 'আনক্যাপড' ক্রিকেটার ধরে রাখতে হবেই।

এবারের মেগা নিলামে প্রতিটি দল ১২০ কোটি রুপি খরচ করতে পারবে। গতবারের চেয়ে যা ২০ কোটি রুপি বেশি। ধরে রাখা ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনজন 'ক্যাপড' ক্রিকেটারের পারিশ্রমিক ধরে নেওয়া হবে যথাক্রমে ১৮ কোটি, ১৪ কোটি ও ১১ কোটি রুপি। পরের দুইজনের ক্ষেত্রে হবে ১৮ কোটি ও ১৪ কোটি রুপি। 'আনক্যাপড' ক্রিকেটারের পারিশ্রমিক হবে ৪ কোটি রুপি। ২০২২ আইপিএলের মেগা নিলামে ধোনিকে ১২ কোটি রুপিতে ধরে রেখেছিল চেন্নাই। এবার তারা ধরে রাখতে পারবে ৪ কোটি রুপিতে।

ধোনিকে নিয়ে চেন্নাইয়ের মূল ভাবনা ছিল এখানেই। আগামী আইপিএলে ধোনির বয়স হবে ৪৪ ছুঁইছুঁই। আগের মতো তিনি আর দলের মূল ব্যাটসম্যানদের একজন নন। শেষ দিকে 'ফিনিশার' হিসেবে গত আইপিএলেও তিনি ছিলেন কার্যকর। এছাড়া কিপার, ছায়া অধিনায়ক, 'মেন্টর' হিসেবে ও দলে সামগ্রিক প্রভাবে তার জুড়ি এখনও নেই ভারতীয় ক্রিকেটে। তাকে ৪ কোটি রুপিতে রাখতে পারা তাই চেন্নাইয়ের জন্য বড় স্বস্তির। পুরোনো নিয়মটি ফিরে না এলে হয়তো তাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে কঠিনভাবেই ভাবতে হতো চেন্নাইকে।

ভারত কি পাকিস্তানে খেলতে যাবে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) এই প্রতিযোগিতায় দল পাঠানো নিয়ে অবস্থান পরিষ্কার করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক শীতল সম্পর্কের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার যদিও দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্কের পক্ষে নয়।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে যাবেন? যে প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় আইসিসি, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) এবং ক্রিকেটপ্রেমীরাও। গত বছর এশিয়া কাপের সময় পাকিস্তানে দল পাঠায়নি ভারত। প্রতিযোগিতা হয়েছিল হাইব্রিড মডেলে। যদিও তার পর এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে এসেছিলেন বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদিরা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল পাঠানো নিয়ে বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল বলেছেন, 'আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলের পাকিস্তান সফর নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের উপর। এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। যে কোনও বিদেশ সফরের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়। অনুমতি নেওয়াই নিয়ম। ভারতীয় ক্রিকেট দল কোনও দেশে সফরে যাবে কী যাবে না, তা ঠিক করে কেন্দ্র। সরকারের সিদ্ধান্তের উপরই সব কিছু নির্ভর করে।' শুক্ল আরও বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়েও সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা (বিসিসিআই) সেটা মেনে চলব।' কানপুরে চলছে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট। সেখানেই সাংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন শুক্ল।

২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে জঙ্গি হামলার পর থেকে ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক নেই। তার পর কখনও ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে খেলতে যায়নি। সাত বছর পর ভারতে এক দিনের বিশ্বকাপের জন্য দল পাঠিয়েছিল পিসিবিও। সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা বা সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আইসিসিকে অনুরোধ করতে পারে বিসিসিআই। যদিও পিসিবি কর্তারা প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
সিরিজের সূচি প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শঙ্কা উড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এতে নয় বছর পর প্রোটিয়ারা আসছে বাংলাদেশ সফরে।

সিরিজের প্রথম টেস্ট মাঠে গড়াবে ২১ অক্টোবর থেকে। ভেন্যু হিসেবে থাকছে মিরপুর শের-ই বাংলা স্টেডিয়াম। এরপর সিরিজের শেষ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ২৯ অক্টোবর থেকে। যার ভেন্যু হিসেবে থাকছে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম। আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের এই দুই টেস্ট। দুই ম্যাচের সিরিজ শেষ করে ৩ নভেম্বর নিজ দেশে ফিরে যাবেন প্রোটিয়া ক্রিকেটাররা।

এর আগে সিরিজটি সামনে রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার একটি প্রতিনিধি দল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ সফরের সূচি

১৬ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বাংলাদেশে আগমন

২১-২৫ অক্টোবর : প্রথম টেস্ট (শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুর)

২৯ অক্টোবর-২ নভেম্বর : দ্বিতীয় টেস্ট (জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম)

৩ নভেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার ঢাকা ত্যাগ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে
বিদায় বিশ্বকাপজয়ী গ্রিজম্যানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলান আঁতোয়ান গ্রিজম্যান। ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন তিনি। খেলেছেন ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালেও।

সোমবার সকালে ফ্রান্সের জার্সিতে ১০ বছরের ক্যারিয়ার শেষে অবসরের ঘোষণা দেন তিনি। অবসরের প্রসঙ্গে ফ্রান্সের সহ-অধিনায়ক গ্রিজমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, 'স্মৃতিভরা হৃদয় নিয়ে আমি জীবনের এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছি।'

ফ্রান্সের জার্সিতে ক্যারিয়ারে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৪৪ গোল করেছেন গ্রিজমান। ২০১৪ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় এই তারকা ফরোয়ার্ডের। ২০০৯ সালে রিয়াল সোসিয়েদাদের হয়ে শুরু করেন পেশাদারি ক্যারিয়ার। খেলেছেন লা লিগার অন্য দুই ক্লাব অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ ও বার্সেলোনাতেও।

গতরাতে নিজেদের মাঠ ওয়ান্দা মেত্রোপোলিতানোতে মাদ্রিদ ডার্বি খেলতে নেমে একটি মাইলফলকও স্পর্শ করেন গ্রিজমান। লা লিগায় ৫০০তম ম্যাচ খেলেছেন ৩৩ বছর বয়সী তারকা। তার মধ্যে সোসিয়েদাদের হয়ে ১৪১, বার্সেলোনার হয়ে ৪১ ও অ্যাতলেতিকোর হয়ে দুই মেয়াদে খেললেন ২৮৫ ম্যাচ।

রণক্ষেত্র হয়ে পড়া মাদ্রিদ ডার্বিতে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে গতকাল রবিবার পিছিয়ে পড়েও ১-১ গোলে ড্র করেছে অ্যাতলেতিকো। যোগ করা পঞ্চম মিনিটে দিয়েগো সিমিওনের দল হার এড়ায় বদলি নামা আনহেল কোরেয়ার গোলে।

গোল করেই চলেছেন
রোনালদো, জিতল নাসের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরু থেকে ছিলেন দুর্দান্ত ছন্দে। তবে চোটে পরে মাঝখানে বেশ কিছুদিন ছিলেন বাইরে।তাতে অবশ্য ছন্দপতন ঘটেনি রোনালদোর ফর্মে।ফিরেই গোলের দেখা পেয়েছিলেন এই পর্তুগীজ মহাতারকা।এএফসি চ্যাম্পিয়ন লীগেও সোমবার উজ্জল ছিলেন সিআর সেভেন।

গ্রুপ পর্বে কাতারের ক্লাব আল রাইয়ানকে ২-১ গোলে হারিয়েছে সউদী ক্লাব নাসের।একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন সাদিও মানে ও রোনালদো ।

এ নিয়ে রাসেলের হয়ে মৌসুমে ৮ বার মাঠে নেমেছেন রোনালদো। যার ৭টিতেই পেয়েছেন গোলের দেখা।ম্যাচের ৭৬ তম মিনিটে গোলটি করেন রোনালদো। ফিনিশিং এ তালগোল না পাকালে তিনি আরও বড় অর্জন করতে পারেন বলে ধারণা আছে সবাত।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR